শতবর্ষী ঐতিহ্যের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় - ভূমি যার বাংলাদেশের হৃদয়

".... ক্লাশের শেষে আড্ডাবাজি ডাকসুর ভেলপুরি
কলাভবন, শহীদ মিনার, কার্জনে ঘোরাঘুরি
কারও হাতে সিগারেট আর কারও হাতে ঝালমুড়ি
আড্ডাবাজির নেই যে শেষ কখন পাঁচটা বাজে
চৈতালিতে বাড়ি ফেরা, কেউ বা অন্য কাজে.."

গীতিকার সাহস মোস্তাফিজের গানটা প্রথম যখন বেরুলো, হেডফোনে রিপিট মুডে বাজিয়ে রাখতাম। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন মুখ আমি, সব কিছুকে বড্ড রঙিন এবং অদ্ভুত মনে হতো। কলাভবনের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে মনে হতো, এইতো এখানেই বটতলায় উত্তাল এক একাত্তর গেছে, উড়েছে লাল সবুজের মাঝে মানচিত্রময় প্রথম পতাকা। পলাশির মোড়ে এক কাপ চা খেয়ে হাঁটতে হাঁটতে জগন্নাথ হলের কাছে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়ালে চিনচিনে অব্যক্ত একটা কষ্ট ভর করত, একাত্তরের পঁচিশে মার্চের দীর্ঘতম দুখের রাতকে মনে করে।

এই হলের কাছেই স্থাপত্যশৈলীর অনন্য নজির সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, প্রচলিত আছে একটা সময়ে এই হলকে লোকে আদর করে 'জামাই' হল বলে ডাকত। রাজপ্রাসাদতুল্য বিশাল এই হলটিই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রাবাস, বয়স যার বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়েও বেশি! পুরানো দিনের ছবি দেখলে যেমন অদ্ভুত ভালোলাগা বোধ হয় তেমনই অনুভব হয় সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ভেতরে কিছুক্ষণ সময় কাটালে।

জগন্নাথ ও এস.এম হলের মাঝেই ফুলার রোডে দেখা যাবে বাংলাদেশে নির্মিত সবচেয়ে বড় ভাস্কর্য 'স্বাধীনতা সংগ্রাম', ভাস্কর শামীম শিকদারের সৃষ্টিশীলতায় যেখানে ফুটে উঠেছে ভাষা আন্দোলন থেকে একাত্তরের মাহাত্ম্য, এই সময়ে বিভিন্ন গণআন্দোলনে নিহত এমন ১৮ শহীদের মুখায়ব দিয়ে নির্মিত এই ভাস্কর্য স্মরণ করায় জন্মের স্বার্থকতার পেছনে আজন্ম লড়ে যাওয়ার গল্প।

ফুলার রোডের সোডিয়ামের আলো পান করে বড় হওয়া তারুণ্যের দিবস কাটে টিএসসির ধূমায়িত চায়ের ঝড়ে। একটু কান পেতে বসে থাকলে এখানে শোনা যায় আন্তজার্তিক সংবাদ থেকে দেশীয় স্লোগান। দর্শন থেকে ধর্ম, বাঁশি থেকে গিটার, চায়ের কাপের টুংটাং থেকে ফুচকার মচমচ ভাঙা শব্দ - এতো স্পন্দন কোথায় আছে আর! টিএসসির সড়কদ্বীপে বসে সন্ত্রাসবিরোধী রাজু ভাস্কর্যের দিকে তাকালে সুকান্তকে মনে পড়ে, "জ্বলে পুড়ে ছারখার, তবু মাথা নোয়াবার নয়"।

টিএসসির ডাচের লাচ্চি খেতে খেতে দেখা যাবে শামীম শিকদারের 'সোপার্জিত স্বাধীনতা' ভাস্কর্যটি, পাক হানাদারদের অত্যাচারের খন্ডচিত্র প্রতিফলিত হয়েছে এখানটায়। বিকেলে টিএসসি ক্যাফেটেরিয়ার ঐতিহ্যবাহী এক টাকার চা খেতে খেতে কানে আসবে দলবেঁধে কেউ গাচ্ছে লালন, কেউ জেমস কিংবা কারো গলায় অঞ্জন। একটু চোখ মেলে তাকালেই টিএসসির এইটুকু জমিনে পাওয়া যাবে একটুকরো বাংলাদেশকে। বদ্বীপ অঞ্চলের মেজাজ অক্ষুন্ন রেখে সৃষ্ট গ্রীক স্থপতি ডক্সিয়াডিসের নকশায় এই টিএসসি। ভেতরের মাঠের দক্ষিণে দাঁড়িয়ে আছে বিরল এক গ্রীক স্মৃতিসৌধ যাকে ঐতিহাসিকরা এদেশে গ্রীকদের শেষ স্মৃতিচিহ্ন বলে মনে করেন।

স্থাপত্য আর ভাস্কর্যের বিচিত্রতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য ও ইতিহাসের আয়না হয়ে যেন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যাচ্ছে। মোটামুটি ছয়শ একরের এই ভূমিতে ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এতো রসদ আছে যে অনায়াসে ক্যাম্পাসকেন্দ্রিক পর্যটনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পারে দারুণ এক স্থান। বাংলাদেশকে পাঠ করতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভ্রমণ দিতে পারে শতবর্ষের সুবাস ছড়ানো বিবিধ ইতিহাসের সূত্র।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলা ভাস্কর্য আমার ব্যক্তিগতভাবে খুব প্রিয়, কারণ এই ভাস্কর্য দেখলেই আমার মনে হতে থাকে শোষণমুক্ত ও সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে সাম্যের বার্তা যেন দিয়ে যাচ্ছে এই ভাস্কর্যটি। এখান থেকে সোজা হেঁটে গেলে ডাকসু ক্যাফেটেরিয়া, এমন অনেক দুপুর গেছে যখন ডাকসুর বিশ টাকার খিঁচুড়ি হয়েছে আমার মধ্যাহ্নের আহার। পাশেই মধুর ক্যান্টিন, ছাত্ররাজনীতির আঁতুড়ঘর বলা হয় যাকে, পূর্বে যা ছিল নবাবী জলসাঘর। মিছিল স্লোগানে উত্তেজনায় উত্তাল মধুর ক্যান্টিন স্বাক্ষী হাজারো আন্দোলনের। তাঁর মধ্যে উল্লেখ্য, ১৯৪৮ সালে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আন্দোলন, যেবার বঙ্গবন্ধু আপোষ করে মুচলেকা দেন নি বলে ছাত্রত্ব বাতিল হয়েছিল তাঁর, আমরা বঙ্গবন্ধুর দৃঢ়তার নমুনার ইতিহাস খুঁজে পাই যে আন্দোলনের আবহে।

বঙ্গবন্ধুর কথা যখন এলো, তখন অবচেতন মন টেনে নিয়ে যাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন রেসকোর্স ময়দানে। ইতিহাস বদলে দেয়া বারুদ ভাষণে বঙ্গবন্ধু যেখানে বলেছিলেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম"। সাত মার্চের স্মরণে এই জায়গাটিতেই স্থাপিত হয়েছে 'শিখা চিরন্তন' স্মৃতিস্তম্ভ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন অঞ্চল থেকে বেরিয়ে টিএসসি মোড়ের দিকে যেতে যেতে হাতের বাঁয়ে দেখা মিলবে শিখদের ধর্মালয় 'গুরুদুয়ারা'। সতেরো শতকে নির্মিত প্রাচীন এই গুরুদুয়ারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অবস্থিত অন্যতম এক স্থাপনা।

ছেলেবেলায় প্রিয় একটা দৃশ্য ছিল টেলিভিশনে একুশের ভোরে প্রভাতফেরির দৃশ্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার মধ্যে শহীদ মিনার অন্যতম। এই একটি জায়গা যেন সারাবছরকেই ফেব্রুয়ারিতে আটকে রেখেছে। ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা একেকটা মিছিলকে কল্পনার চোখে দেখার চেষ্টা করতে গিয়ে আঁতকে উঠি, এই লেখাই হতো না হয়ত এই ভাষায়, সেদিন যদি তাঁরা সবাক না হয়ে নিরবতায় মেনে নিতেন চাপানো ধ্বনির বোঝা।

স্থাপত্যের সবচেয়ে আইকনিক এক উদাহরণ বোধহয় আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল। প্রথমবার কার্জন হল দেখার মুগ্ধতা যেমন ছিল, আজও সেই একই মুগ্ধতায় কার্জনের দিকে তাকিয়ে থাকতে ক্লান্তি লাগে না একটুও। কার্জন হল সেই জায়গা যেখানে জিন্নাহ যখন বলে উঠেন, "উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা" - সমাগমের ছাত্ররা প্রতিবাদ করে তাৎক্ষণিক। প্রতি পরতে পরতে এমন ঐতিহাসিক মুহূর্তের জন্ম দিয়ে গেছে এই বিশ্ববিদ্যালয়, যেমন জন্ম দিয়ে গেছে অসংখ্য সুখের স্মৃতি। কোনো কোনো দিন টিএসসির দুপুরে বা শহীদুল্লাহ হলের পুকুরপাড়ের বিকেলগুলোতে কিংবা ফুলার রোডের রাতে কারো মনে হতেই পারে, জীবন এতো সুন্দর!

শতবর্ষী এই বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে গল্প চলতে পারে অন্তহীন। এই গল্পের কেবল শুরুই আছে, শেষ অজানা। শতবর্ষে উপনীত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বেঁচে থাকুক আরো শতজনম, আমাদের গল্পেরা জমা থাকুক মেট্রোপলিটনের এই ছয়শ একরে..